সুযোগ পেয়েও মায়ের কথায় রাশিয়ায় যায়নি আবরার

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের রায়ডাঙ্গা গ্রামের বরকত উল্লাহর ও রোকেয়া খাতুনের বড় ছেলে আবরার ফাহাদ ২০১৫ সালে কুষ্টিয়া জেলা স্কুল বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন এ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। পরে এইচএসসি বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন ঢাকা নটরডেম কলেজে। সেখান থেকে ২০১৭ সালে এইচএসসি পরীক্ষাতেও গোল্ডেন এ প্লাসসহ উত্তীর্ণ হন। পরে বুয়েটের ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিকস বিভাগে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হন। ফাহাদ সেখানে শেরে বাংলা হলের ১০১১ নং কক্ষের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। রাশিয়ায় পারমানবিক নিয়ে গবেষণার সুযোগও পেয়েছিলেন আবরার। কিন্তু মায়ের আপত্তি, যারা পারমানবিক নিয়ে কাজ করে তাদের ক্যান্সার হয়। তাই মায়ের অনুমতি না পেয়ে বুয়েটে ভর্তি হয়েছিলেন। ফাহাদের শোকার্ত মা রোকেয়া খাতুন আহাজারি করে এ কথা বলেন। ছেলেটা ঢাকা মেডিকেল, ঢাবি আর বুয়েটে চান্স পেয়েছিল। সব বিসর্জন দিয়ে ভর্তি হয় বুয়েটে ইঞ্জিনিয়ার হবে বলে। আজ ছেলেটা আর নেই। তাকে মেডিকেলে পড়তে বলেছিলাম, সে পড়ে নাই, ছেলেটা আজ অন্ধকার কবরে। আবরার ফাহাদ এর ভাই ফাহাজ এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।
নিহত আবরার ফাহাদ অবসর প্রাপ্ত ব্র্যাক কর্মী বরকত উল্লাহ-রোকেয়া দম্পতির বড় ছেলে। গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের রায়ডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা।
ফায়াজ বলেন, যারা এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে তারাই অপপ্রচার চালাচ্ছেন ফাহাদ ছাত্রশিবির করত। প্রকৃত পক্ষে ফাহাদ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কালাম পড়ত কিন্তু রাজনৈতিক কোন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত নয়। ফাহাদের মা রোকেয়া খাতুন বলেন, ফাহাদ ছুটিতে বাড়িতে এসে ১০দিন ছিল। আগামী ২০ তারিখ থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। তাই রোববার সকালে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কে বা কারা কি কারণে ছেলে ফাহাদকে নৃশংস হত্যা করেছে তার কিছুই জানেন না তিনি। যারাই এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত তাদের দৃষ্টান্ত মূলক বিচার দাবি করেন তিনি।
কুষ্টিয়া শহরের বাড়ির আশপাশের লোকজন ফাহাদ ও তার পরিবার সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলতে না পারলেও তাদের গ্রামের বাড়ি কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের রায়ডাঙ্গা গ্রামের বাড়িতে ফাহাদরা সবাই খুব পরিচিত। এক সময় এরা সবাই কৃষি পরিবার ছিল। পরে

এদের পরিবারের অধিকাংশ সদস্য বিভিন্ন জায়গায় চাকরি নিয়ে বাইরে থাকে।
কয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জিয়াউল হক স্বপন বলেন, ছেলেটি খুব ভালো এবং ওকে কোনো দিন কোন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে দেখিনি। কুষ্টিয়া থেকে এসএসসি পাশ করার পরই ঢাকায় পড়তে চলে যায় সে।

নিজস্ব প্রতিনিধি:

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে দুইজনের ৭দিনের জেল

যৌন-উত্তেজক এ্যালকোহল জাতীয় পানিয় বিক্রয়ের দায়ে ২ জনকে ৭ দিনে বিনাশ্রম কারান্ডাদেশ প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার লিটন আলী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত-আ: বারীর ছেলে মজিবর রহমান (৫২) দীর্ঘদিন যাবৎ উপজেলা পরিষদের সামনে চায়ের ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। চায়ের ব্যবসার পাশাপাশি গোপনে তিনি যৌন উত্তেজক এ্যালকোহল পানিয় বিক্রয় করে আসছিলো। এমন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশের সহযোগিতায় উপজেলা নির্বাহি অফিসার ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে। ভ্রাম্যমাণ আদালত মজিবরের দোকান তল্লাশি করে যৌন উত্তেজক এ্যালকোহল পানিয় উদ্ধার করে।

এ সময় আটকৃত মজিবরের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত আলমডাঙ্গার ফরিদপুর বাজারের সালেহিন হোমিও হলে অভিযান চালায়।অভিযান পরিচালনার সময় দোকানেমাত্রাতিক যৌন উত্তেজক এ্যালকোহল পানিয় উদ্ধার করে এবং দোকান মালিক আজিবর রহমানের ছেলে তৌমুর সালেহিন (পল্লব)কে আটক করে।সন্ধ্যা ৭টার দিকে পৃথক স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাধ্যমে আটকৃত দুইজনকে যৌন-উত্তেজক এ্যালকোহল জাতীয় পানিয় বিক্রয়ের দায়ের ৭ দিনে বিনাশ্রম কারান্ডাদেশ প্রদান করেন।
– আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

– মুজিবনগর অফিস

শক্তিমান প্রতিবেশীকে খুশি করে মসনদ টিকিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে ‘দেশের স্বার্থ হানিকর সব চুক্তি’ বাতিল চেয়েছে বিএনপি। সরকারের সমালোচনা করে দলটি বলেছে, এ সব চুক্তি নিজ দেশ ও জনগণের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে শক্তিমান প্রতিবেশীকে খুশি করে ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখার সাময়িক ও ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।
গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির নেতারা এক আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করে দেশের স্বার্থ বিরোধী সব চুক্তি বাতিল দাবি করেন। স্থায়ী কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন লিখিত বক্তব্য পড়েন।
বক্তব্যের শুরুতেই মোশাররফ বলেন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত না হওয়ায় জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয়, এমন একটি শক্তি যখন কৌশলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে— তখন তার পরিণতি দেশ ও জনগণের জন্য কতটা ভয়াবহ ও ক্ষতিকারক হয়, তার সাম্প্রতিক প্রমাণ প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের ফলাফল। তিনি বলেন, এ সফরে বাংলাদেশ ফেনী নদীর ১ দশমিক ৮২ কিউসেক পানি ভারতকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে, বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে যৌথ পর্যবেক্ষণের জন্য রাডার বসানোর এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে এলপিজি গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা দিয়েছে।
বিএনপির এই নেতা বলেন, আগেরবার ভারত সফর শেষে দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, আমরা যা দিয়েছি তা ভারত চিরদিন মনে রাখবে। তাহলে এবার আরও এত কিছু দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? মোশাররফ বলেন, বিদেশিদের গ্যাস দিতে রাজি হননি বলে ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসতে পারেননি। তাহলে এবার আমদানি করা ডিউটি ফ্রি এলপিজি দেওয়ার উদ্দেশ্য কী?

পৌঁছাবে। ভারতকে এই সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে আমরা ‘ঠাকুর শান্তি পুরস্কার’ ছাড়া কী পেলাম?
মোশাররফ বলেন, আগেরবার ভারত সফর শেষে দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, আমরা যা দিয়েছি তা ভারত চিরদিন মনে রাখবে। তাহলে এবার আরও এত কিছু দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি বলেছেন, বিদেশিদের গ্যাস দিতে রাজি হননি বলে ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসতে পারেননি। তাহলে এবার আমদানি করা ডিউটি ফ্রি এলপিজি দেওয়ার উদ্দেশ্য কী?
গঙ্গা চুক্তি: অসত্য তথ্য
ক্ষমতায় থাকতে বেগম খালেদা জিয়া ভারত সফরের সময় গঙ্গা নদীর পানির কথা বলতে ‘ভুলে’ গিয়েছিলেন বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এটাকে ‘অসত্য ও ব্যর্থতা ঢাকার অপচেষ্টা’ বলে মন্তব্য করে মোশাররফ বলেন, ‘ওই সফর শেষে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে বলা হয়, “সমতা ভিত্তিক দীর্ঘ মেয়াদি সমন্বিত প্রক্রিয়ায় দুই দেশের জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থে পানি বণ্টনের বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হন।’ তিনি প্রশ্ন তোলেন, কোনো আলোচনা না হলে যৌথ ইশতেহারে এই বক্তব্য থাকল কী করে?
মোশাররফ বলেন, প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৫ সালের আগে গঙ্গার পানি নিয়ে কোনো চুক্তি হয়নি, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তি হয়েছে ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে। এই চুক্তিতে যে গ্যারান্টি ক্লজ ছিল, তা ১৯৯৬ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়। যার ফলে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
আবরার বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর
বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিএনপির স্থায়ী কমিটি। তারা বলেছে, রাতের অন্ধকারে ভোট ডাকাতির অবৈধ সরকার দেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী চুক্তি করেছে। এর প্রতিবাদ করায় জীবন দিতে হয়েছে আবরারকে। আবরারের পুরো বক্তব্যটি বাংলাদেশের স্বার্থের পক্ষে, তাই আবরার বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর। তাঁর এই নির্মম মৃত্যু বৃথা যেতে পারে না। বৃথা যেতে দেওয়া হবে না, দেশের জনগণ বৃথা যেতে দেবে না।
মোশাররফ বলেন, দেশের স্বার্থবিরোধী এ সব চুক্তির প্রতিবাদে জনগণ ফুঁসে উঠেছে। সচেতন ছাত্র সমাজ আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছে। সমালোচনায় ভীত সরকার তাদের দলীয় লাঠিয়ালদের দিয়ে ফেসবুকে প্রতিবাদী পোস্ট দেওয়ার জন্য বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরারকে খুন করেছে। কিন্তু এই নৃশংস হত্যাকা- আন্দোলনের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে মাত্র কাউকে ভীত করতে পারেনি। জনগণ মুক্তিযুদ্ধের সোনালি ফসল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে এই দুরাচারী শাসকের পতন চায়।

নৈতিকতার জায়গা থেকে তাঁরা কী করেছেন। শিক্ষকেরা আগে সরব হলে এমন মর্মান্তিক ঘটনা হয়তো প্রতিরোধ করা যেত।
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জি এম হাসিবুল আলম, ঢাকাস্থ ইউনেসকোর প্রধান বিয়াট্রিস কালদুন, বাংলাদেশ ইউনেসকো জাতীয় কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মনজুর হোসেন প্রমুখ।
– নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরের মডেল ভূমি অফিস গাংনী

আকরারুজ্জামান,গাংনী :
পরিচ্ছন্ন রেকর্ড রুম ব্যাবস্থাপনা, ই্-মিউটিশন (অনলাইন মাধ্যম) চালু,দুর্নীতিমুক্ত অফিস পরিছন্ন পরিবেশ ও কাজে স্বচ্ছতায় বদলে গেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভূমি সংক্রান্ত সেবার মান। দিন বদলের সাথে সাথে গাংনী উপজেলার ভূমি অফিসে ডিজিটাল সেবায় উপকৃত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সহকারি কমিশনার (ভূমি) কর্মকর্তা সুখময় সরকার বিগত ০৭/০৭/২০১৯ ইং তারিখে যোগদান করেই দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেলেছেন এ অফিসে।

তিনি অফিসে বসেই সকল স্টাফদের দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার হুশিয়ারী দেন।এছাড়াও অফিসের কোন স্টাফ যেন অবেধ অর্থিক লেনদের না করতে পারে সেজন্য প্রতিটি কক্ষে স্থাপন করা হয়েছে সিসি ক্যামেরা। অফিস চলাকালীন সময় সকলেই থাকেন সিসি ক্যামেরার আওতায়। সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষ সেবা পেতে হয়রানী না হন তাদের জন্য নির্মান করা হয়েছে একটি গোল ঘর। তবে গোল ঘরটি বেশ কয়েকমাস আগে নির্মান করা হলেও তা ব্যাবহারের অযোগ্য হয়ে পরিত্যাক্ত ছিল। সব সময়ই থাকতো তালাবদ্ধ। সুখময় সরকার সহকারি কমিশনার (ভুমি) গাংনী উপজেলায় ভূমি কর্মকর্তা হিসেবে যোগদানের পরপরই গোলঘরটি মানুষের বসার

ব্যাবস্থা করেছেন।

সে গোল ঘরেই বিভিন্ন সমস্যার শুনানী হয়ে থাকে। সুময় সরকার যোগদানের দু’একদিন পরেই উন্নত ভূমি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে চালু করেছেন ই-মিউটিশন। গাংনীতে এই প্রথম ইন্টারনেটের মাধ্যমে নামজারী করা হচ্ছে। এতে খুব কম সময়ে কাজ করতে পারছেন সেবা প্রত্যাশীগণ। গাংনী উপজেলায় মোট ৯ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস রয়েছে।

যাদের মাধ্যমে জনগনকে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান করছেন উপ-সহকারি কমিশনারগণ । তাদেরকেও সার্বক্ষণিক মনিটরিং করছেন এ কর্মকর্তা।
ই-মিউটিশনের সুবিধা ভোগীরা জানান, খুবই অল্প সময়ে অল্প খরচে কোনো রকম ভোগান্তি ছাড়াই ই-নামজারি করা হচ্ছে। ই-মিউটিশন চালু করায় সময়,অর্থ,ভোগান্তি যেমন নেই তেমন কাজের রয়েছে চরম স্বচ্ছতা।

সুখময় সরকার ইমিউটিশনে দক্ষ অফিসার হিসেবেও ক্ষ্যতি রয়েছে। এব্যাপারে নিজ উদ্যোগে ইউনিয়ন পরিষদের ইউডিসি,ইউপি সচিব,উপসহারি ভুমি কর্মকর্তাসহ ভূমি সংক্রান্ত ব্যাক্তিদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ভূমি কর্মকর্তা সুখময় সরকার। ই-নথির কাজ চালু করা হওয়ায় সাধারনের ভোগান্তিও কমেছে। ভ’মি সংক্রান্ত সেবা নিতে আসা সাহারবাটি গ্রামের মকলেসুর রহমান জানান, বর্তমানে কাজ করতে তার কোনো ভোগান্তি হচ্ছেনা। স্বল্প সময়েই তিনি নির্ভূল কাজ করতে পেরেছেন।

নওপাড়া গ্রামের জিয়ারুল ইসলাম জানান,জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যা নিয়ে ভ’মি অফিসে এসেছিলাম সহজেই আমার কাজ হয়েগেছে। আমার কাছে কোনো অতিরিক্ত অর্থ নেয়া হয়নি বরং আগের চেয়ে কাজের মান অনেক বেড়েছে। হাড়াভাঙ্গা গ্রামের ইদ্রিস আলী জানান,ই-নামজারির আবেদন করলাম,কাগজ পত্রের ত্রুটি না থাকলে নির্ভুল কাজ হবে। ভবিশ্যতে জমিজমা নিয়ে কোনো ভোগান্তি থাকবেনা।
গাংনী উপজেলা ভূমি অফিস সুত্রে জানা গেছে,২০১৯-২০ অর্থ বছরে ই-নামজারির জন্য আবেদন গ্রহন করা হয়েছে ৮০১ টি, এর মধ্যে মঞ্জুর হয়েছে ২১৫ টি। কাগজ পত্রের ত্রুটি থাকায় ৬৩ টি আবেদন না মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ৫২৩ টি আবেদন।
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে গাংনীতে ১১৩৬ টি ই-নামজারি অনলাইন আবেদন করা হয়।

সেবার মান নির্নয়ে মেহেরপুর জেলার শীর্ষে রয়েছে গাংনী উপজেলা ভুমি অফিস। সুত্র জানায়,মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৯৪৪ টি,মুজিবনগর-৩৮৪ টি ই-নামজারির জন্য আবেদর করা হয়। বাংলাদেশের খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে গাংনী ভূমি অফিস এখন মডেল ভূমি অফিস হিসেবে পরিচিত বলে জানালেন সহকারি কমিশনার (ভুমি) সুখময় সরকার।

মেহেরপুরে বঙ্গবন্ধু অনুর্দ্ধ ১৭ ফুটবল টুর্নামেন্টে সদর উপজেলা ফাইনালে

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় অনুদ্ধ ১৭ ফুটবল টুর্নামেন্টের জেলা পর্যায়ের খেলায় সদর উপজেলা জয়লাভ করেছে।
বৃহস্পতিবার বিকালে অনুষ্ঠিত খেলায় সদর উপজেলা ৩-০ গোলে পৌর একাদশকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে শিমুল, মুস্তাফিজ ও মহাব্বত ১টি করে গোল করেন। সদর উপজেলা দল আগামি শনিবার ফাইনালে গাংনী উপজেলা দলের সাথে খেলবে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে ৩৫০ কেভিএ বিদ্যুৎ এর সাব ষ্টেশন নির্মান

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষা ও প্রকৌশলী অধিদপ্তরের যৌথ্য উদ্যোগে মেহেরপুর সরকারী কলেজে ৩৫০ কেভিএ

বিদ্যুৎ এর সাব ষ্টেশন নির্মান কাজের নাম ফলক উম্মোচন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার মেহেরপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ সফিউল ইসলাম সরদার নাম ফলক উম্মোচন করেন। পরে সেখানে মোনাজাত করা হয়। এ সময় সহযোগি অধ্যাপক ফুয়াদ খান, খসরু ইসলাম, খেজমত আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যায়ে মেহেরপুর সরকারী কলেজে বিদ্যুৎ এর ৩৫০ কেভিএ সাষ্টেশন নির্মান করা হবে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় পিতা পুত্রের জেল

জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ মামলায় পিতা কাবিল উদ্দীন ও তার পুত্র লাল্টুকে ২ বছরের কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।
শনিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক শিরিন নাহার এ রায় দেন। সাজাপ্রাপ্ত কাবিল মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের পরান মন্ডলের ছেলে এবং লাল্টু কাবিল উদ্দীনের ছেলে।
২০১২ সালে জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রতিবেশী শহিদুল ইসলামের সাথে সংঘর্ষ হয়। ঐ ঘটনায় শহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলা দায়ের করে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরের আমঝুপিতে পিতা

পুত্রকে কুপিয়ে জখম

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামে পিতা পুত্রকে কুপিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষরা। আহতরা হলেন,আমঝুপি মধ্য পাড়ার আব্দুল করিমের ছেলে শরিফ ও শরিফের ছেলে পলাশ। বর্তমানে তারা মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
এলাবাসীরা জানায়, উভয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। এটা পূর্বের দ্বন্দের জের।

আহত শরিফ বলেন, আমরা দু’জনে বাড়ি থেকে মাঠে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলে অপরদিক থেকে আসা এনায়েত মাস্টারের ছেলে হাসান ও তার ভাই খোকন আমাদেরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপাতে থাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় গ্রামের লোকজন উদ্ধার করে মেহেরপুর হাসপাতালে পাঠায়।

আমঝুপি প্রতিনিধি

মেহেরপুরে তূর্য ‘স’ মিলের মালিককে ৫হাজার টাকা জরিমানা

লাইসেন্স না থাকায় মেহেরপুরের কাথুলি মোড়ের তূর্য ‘স’ মিলের মালিককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সহকারি কমিশনার মো: রাকিবুল ইসলাম এ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমান আদালত সূত্রে জানা গেছে, করাত কল লাইসেন্স না থাকার অপরাধে তূর্য ‘স’ মিলের পরিচালক মোঃ মিঠুকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়াও করাত কলের লাইসেন্স সংক্রান্ত যাবতীয কাগজ পত্র জমাদানের জন্য দশ দিনের সময় প্রদান করা হয়। এ সময় মেহেরপুর বনবিভাগের ভার-প্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ জাফর উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।